হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিপরায়ণতা

মাওলানা নাভিদুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

অতিথি আপ্যায়ন সব যুগে, সব সমাজে একটি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক এটি। একই সাথে এটি চারিত্রিক মানদণ্ডও বটে। একটি সমাজের জন্য এটি প্রাণ স্বরূপ। অতিথি আপ্যায়ন সমাজে পারস্পরিক সম্মান এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের স্পৃহা সৃষ্টি করে। আর এর মাধ্যমে হিংসা এবং বিদ্বেষ দূর হয়। কুরআন শরীফও একে নবীগণের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছে *(সূরা যারিয়াতঃ২৫-৩১)*। মহানবী (সা.) অতিথি আপ্যায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত প্রাপ্তিতে যখন তিনি কিছুটা চিন্তিত হয়ে ঘরে ফেরত আসলেন তখন তাঁর সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে উৎসাহ দিয়ে তাঁর কিছু গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন, আপনার মাঝে এসব গুণ রয়েছে, আপনাকে কখনোই খোদা তা'লা ধ্বংস করবেন না। সেসব গুণের মাঝে একটি ছিলো 'অতিথি আপ্যায়ন'। অর্থাৎ নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বেও তাঁর (সা.)-এর মাঝে এ গুণ বিদ্যমান ছিল। আর নবুয়্যত প্রাপ্তির পর তিনি (সা.) মানবজাতির জন্য অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়েও সর্বোত্তম আদর্শ রেখে গেছেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুবর্তিতায় এবং তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি তাঁর মনিবের ন্যায় এ যুগে চারিত্রিক উৎকর্ষের এক অতুলনীয় মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর অতিথি আপ্যায়ন তো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আর এর কারণ হলো পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইলহামের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তোমার কাছে দূর দূর থেকে লোক আসবে।' একইসাথে এ ইলহামও হয়েছিল-

لَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَسْأَمْ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি তুমি মুখ গোমড়া করো না আর মানুষকে দেখে বিরক্ত হয়ো না'। মোটকথা একদিকে অনেক মানুষের আগমনের সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়েছেন, অপরদিকে এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হৃদয়কে পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। অতিথি আপ্যায়নের এমন ঘটনা অসংখ্য, এগুলোর মাঝ থেকে কতিপয় আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। এসব ঘটনা একদিকে যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি আপ্যায়নের দৃষ্টান্ত, একই সাথে সেগুলোতে তাঁর সরলতা, নিজ সাহাবাদের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা এবং সামগ্রিকভাবে মানবতার প্রতি তাঁর সহানুভূতির একটি সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃতিতে অতিথি আপ্যায়ন যেন গেঁথে দেয়া হয়েছিল। কেননা যে বংশে তাঁর জন্ম সে বংশ অতিথি আপ্যায়নে বিখ্যাত ছিল। অতিথিদের জন্য তাঁদের দরজা সর্বদাই প্রশস্ত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মা অতিথি আপ্যায়নে বিশেষ খ্যাতি রাখতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃতি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিল। যারা জলসা অথবা অন্য কোন উপলক্ষে কাদিয়ান আসতেন হোক আহমদী বা অ-আহমদী; তারা তাঁর ভালোবাসা ও আতিথেয়তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতো। তিনি (আ.) তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতেন। তার চরিত্রে লৌকিকতা একেবারেই ছিল না এবং প্রত্যেক মেহমানের সাথে একজন আপন মানুষের মতো সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের খেদমত এবং অতিথি পরায়ণতায় প্রশান্তি পেতেন। প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিরা বর্ণনা করেন, যখন কোন মেহমান আসত তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, হাত মিলাতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। তাদেরকে সম্মানের সাথে বসাতেন। গরমের মৌসুম হলে শরবত আর শীতের মৌসুম হলে চা ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। থাকার বন্দোবস্ত করতেন এবং খাবার ইত্যাদি সম্পর্কে মেহমানখানার ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ দিতেন যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিতের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় দাবীর পূর্বে এবং পরে অতিথি আপ্যায়নে তাঁর আচরণ ছিল একইরকম। অর্থাৎ এমন নয় যে, দাবীর পূর্বে যখন মেহমান কম ছিল, তখন বেশি মনোযোগ ছিল আর দাবীর পর যখন মেহমানের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন মনোযোগ হ্রাস পেয়ে গেল।

এখন আমি কিছু ঘটনাবলির আলোকে সম্মানিত পাঠকদের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করবো যে, কীভাবে তিনি (আ.) অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন।

মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার একজন মেহমান এসে বললো, আমার কাছে বিছানা নেই। হুযুর (আ.) হাফেয হামেদ আলী সাহেবকে (হুযুরের খাদেম) বললেন, একে লেপ দিয়ে দিন। হামেদ আলী সাহেব নিবেদন করলেন, সে লেপ নিয়ে চলে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। হুযুর (আ.) বললেন, " যদি সে লেপ নিয়ে চলে যায় তবে তার পাপ হবে আর যদি লেপ ছাড়া শীতে মারা যায় তবে আমাদের পাপ হবে।" এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি বাহ্যত কোন এমন ব্যক্তি ছিল না যে, সে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এসেছে। বরং তার আচরণে সন্দেহ হচ্ছিলো। কিন্তু তারপরও হুযুর (আ.) তার আপ্যায়নের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করেন নি।

অতিথি আপ্যায়ন সম্পর্কিত একটি গল্প: মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "এক রাতে কয়েকজন অতিথি এসে উপস্থিত হলো। উম্মুল মু'মিনীন কিছুটা অস্থির হলেন এই ভেবে যে, পূর্বেই তো ঘর নৌকার মতো পরিপূর্ণ এখন এদের কোথায় থাকতে দেয়া হবে। সে সময় অতিথি আপ্যায়ন সম্পর্কে হুযুর (আ.) বেগম সাহেবাকে একটি গল্প শোনালেন। মুফতি সাহেব বলেন, যেহেতু তখন আমাকে যে কক্ষে থাকতে দেয়া হয়েছিল সেটা হুযুর (আ.)-এর কক্ষের সঙ্গে লাগোয়া ছিল আর পুরনো হওয়ার কারণে সহজেই আওয়াজ আমার কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল। হুযুর (আ.) বলেন, "একবার এক জঙ্গলে এক মুসাফিরের চলতে চলতে রাত হয়ে গেলো। সে কোন গত্যন্তর না দেখতে পেয়ে একটি গাছের নিচে বসে পড়লো। সে গাছে একজোড়া পাখির বাসা ছিল। পুরুষ পাখিটি তার সঙ্গীনীকে বললো, এই ব্যক্তি আজকে আমাদের অতিথি। আমাদের উচিত তার আপ্যায়ন করা। সঙ্গীনী তার সাথে একমত পোষণ করলো। তারা দু'জনে পরামর্শ করলো শীতের রাত, অতিথির উষ্ণতা প্রয়োজন। আমাদের কাছে তো আর কিছু নেই আমরা আমাদের বাসাটিই নিচে ফেলে দেই, যেন সে এটি জ্বালিয়ে উষ্ণতা পায়। কথামতো তারা নিজেদের বাসাটি নিচে ফেলে দিল আর সেই পথিক সেটি জ্বালিয়ে শীত থেকে রক্ষা পেল। অতঃপর পাখি দু'টি পরামর্শ করলো, এখনতো অতিথির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের কাছে তো আর কিছু নেই তাই চলো আমরা নিজেরাই তার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি, যেন অতিথি আমাদের মাংস খেতে পারে। সে অনুযায়ী তারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর সেই পথিক তাদের ভুনা মাংস খেয়ে তার ক্ষুধা নিবারণ করলো।

ছোট্ট একটি গল্পের মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কতই না সুন্দরভাবে অতিথি আপ্যায়নের গুরুত্ব উম্মুল মুমিনীনকে শিখিয়েছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন নিজেও অতিথি আপ্যায়নে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত ছিলেন। কিন্তু এটা যে সময়ের ঘটনা, তখন কাদিয়ানে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ততটা সুলভ ছিল না। এ কারণে অতিথিদের আধিক্য অনেক সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করত। এ অস্থিরতাও এ রকম সমস্যার কারণেই সৃষ্ট। সে সময় অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে লঙ্গরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা হুযুরের ঘর থেকেই হতো।

একজন নও মুসলিম, ডাক্তার আব্দুস সালাম সাহেবের ঘটনা: ডাক্তার সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমি হুযুর (আ.)-এর সাক্ষাত লাভের আশায় দু'দিনের ছুটি নিয়ে লাহোর থেকে কাদিয়ান আসলাম। বাটালা পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল তাই সেখানে রাত কাটিয়ে ভোর বেলা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং সূর্যোদয়ের সামান্য পরে কাদিয়ানে পৌঁছলাম। আমি যখন 'মসজিদ আকসায়' পৌঁছলাম হুযুর (আ.)-এর সাথে পথেই দেখা হলো। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমি রাত বাটালায় কাটিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছি। হুযুর বললেন, আপনার তো অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি বললাম, কোন কষ্ট হয়নি। হুযুর বললেন, 'আচ্ছা চা পান করবেন, না কি লাচ্ছি?।' আমি বললাম, লাচ্ছি। হুযুর বললেন, 'মসজিদ মোবারকে বসুন।' আমি মসজিদে বসার কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম বায়তুল ফিকরের দরজা খুলে হুযুর স্বয়ং একহাতে একটি ছোট পাতিলে লাচ্ছি এবং লবণদানীতে লবণ নিয়ে আসলেন। নিজেই লাচ্ছি পরিবেশন করলেন। ইতোমধ্যে আরো কয়েকজন বন্ধু উপস্থিত হলেন আর তাদেরকেও লাচ্ছি খাওয়ালেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ সানৌরি সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কয়েকজনকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু খাবার খাওয়া শুরু হওয়া মাত্র, আরো সমসংখ্যক মেহমান উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং মসজিদ মোবারক লোকজনে ভরে গেল। হুযুর ঘরে খবর পাঠালেন। আম্মাজান হুযুরকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, খাবার তো অল্প লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। পোলাও যদি কোনরকমে হয়েও যায় জর্দা তো কোনভাবেই সম্ভব না। হুযুর বললেন, জর্দার পাত্র নিয়ে আসো। হুযুর জর্দার পাত্রের ওপর একটি রুমাল রাখলেন। রুমালের নীচ দিয়ে হুযুর জর্দায় নিজের আঙ্গুল প্রবেশ করালেন। এরপর বললেন, ঠিক আছে এখন পরিবেশন কর। আল্লাহ্ বরকত দিবেন। আর এমনই হলো। সবাই পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করলো।

মির্যা বশীর আহমদ (রা.) হযরত আম্মাজানের বরাতে বর্ণনা করেন, এমন ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে। এমন হতো পঞ্চাশজনের খাবার পাকানো হয়েছে কিন্তু একশ জন উপস্থিত হয়ে গেছে। কিন্তু হুযুরের বরকতে তা সবার জন্য পর্যাপ্ত হয়ে যেতো।

হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, একবার কেউ হুযুরকে একটি মোরগ পাঠালো। হুযুরের জন্য পোলাও পাকানো হলো কিন্তু ঘটনাচক্রে সেদিনই নবাব মোহাম্মদ আলী খান (রা.)-এর পরিবার আমাদের বাসায় আসলেন। আমি হুযুরকে বললাম পোলাও তো খুব সামান্য। হুযুর পোলাও-এর মধ্যে দম করলেন এবং সেই পোলাও সবার জন্য পর্যাপ্ত হলো, এমনকি মওলানা নুরুদ্দীন (রা.) এবং আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.)-এর ঘরেও পাঠানো হলো। যা অবশিষ্ট ছিল তা কাদিয়ানের অন্যান্য কয়েকটি ঘরেও পাঠানো হলো। যেহেতু সেটি 'বরকতময় পোলাও' হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিল তাই অনেকেই আমাদের কাছে এসে সেই পোলাও চেয়ে নিয়ে যায়।"

হযরত আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বায়তুল ফিকর-এ শুয়ে ছিলেন, আর আমি হুযুরের পা টিপে দিচ্ছিলাম। জানালায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো। আমি উঠে খুলতে গেলাম কিন্তু হুযুর তৎক্ষণাৎ উঠে জানালা খুললেন। এরপর নিজের স্থানে বসে বললেন, 'আপনি আমার মেহমান। আর মহানবী (সা.) বলেছেন অতিথির সম্মান করা উচিত।"

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি যখন কাদিয়ান থেকে লাহোর ফেরত যেতাম, হুযুর (আ.) আমাকে নিজের সাথে নিয়ে যাবার জন্য খাবার দিয়ে দিতেন। একবার সন্ধ্যায় আমার ফেরত যাওয়ার সময় হুযুর আমার জন্য খাবার চেয়ে পাঠালেন। যে খাদেম খাবার নিয়ে আসলো, সে খোলা অবস্থায় খাবার নিয়ে আসলো। হুযুর বললেন, খাবার ঢেকে আনা উচিত ছিল, এখন মুফতি সাহেব কিভাবে খাবার নিয়ে যাবেন? এরপর হুযুর নিজ পাগড়ির এক পার্শ্ব ছিঁড়ে সেটা দিয়ে খাবার বেঁধে দিলেন।"

কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশাওয়ারী সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার আমি এবং আব্দুর রহীম খান সাহেব (রাঃ) মসজিদ মোবারকে বসে হুযুরের ঘর থেকে আসা খাবার খাচ্ছিলাম। খাবারে আমি একটি মাছি পাই। যেহেতু আমি মাছিকে ঘৃণা করতাম, তাই আমি সে খাবার না খেয়ে রেখে দিলাম। খাদেমা সে খাবার উঠিয়ে নিয়ে গেল। ঘটনাচক্রে ঠিক সে সময় হুযুর ঘরে খাবার খাচ্ছিলেন। খাদেমা হুযুরকে পুরো ঘটনা বললো। হুযুর তৎক্ষণাত নিজের খাবারের প্লেটটি খাদেমার হাতে দিয়ে দিলেন এমনকি হাতের লোকমাটিও। খাদেমা আনন্দের সাথে সে খাবার নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে বললো, নিন হুযুরের তাবার্রুক নিন।"

হযরত মুনশী জাফর আহমদ কপুরথলী সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাগরিবের পর কয়েকজন সাহাবীসহ মসজিদ মোবারকের দ্বিতীয় ছাদে অবস্থান করছিলেন। এদের মাঝে মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবও ছিলেন, যিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন এবং তার কাপড়ও পুরানো ও মলিন ছিল। ইতোমধ্যে আরো কয়েকজন উপস্থিত হলেন, যারা পরবর্তীতে লাহোরী আখ্যায়িত হয়েছিলেন, তারা হুযুরের কাছে জায়গা করে নিতে লাগলেন আর মির্যা নিযামুদ্দীন পিছনে সরে যেতে লাগলেন। এমনকি তিনি শেষ পর্যন্ত জুতা রাখার স্থানে গিয়ে বসলেন। এর মাঝে খাবার এসে গেল। হুযুর একহাতে রুটি ও অপরহাতে তরকারীর বাটি নিয়ে বললেন, "মির্যা নিযামুদ্দীন! চলো আমরা ভেতরে গিয়ে খাই। এই বলে তাকে মসজিদ মোবারকের উঠানের সাথে যে কক্ষটি রয়েছে সেখানে নিয়ে গেলেন। মিয়া নিযামুদ্দীন আর হুযুর একসাথে খাবার খেলেন আর বাকিরা বাইরে রয়ে গেল। যারা সামনে এসে বসেছিল তাদের চেহারায় লজ্জার ছাপ স্পষ্ট ছিল।"

হযরত মুনশী জাফর আহমদ কপুরথলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আসাম থেকে দু'জন ব্যক্তি (অ-আহমদি মেহমান) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসলেন। তারা যখন মেহমানখানায় পৌঁছলেন, খাদেমদের বললেন তাদের ব্যাগ নামাতে এবং খাটের ব্যবস্থা করতে। খাদেমরা তাদের দিকে মনোযোগ দিল না, আর এ বলে এড়িয়ে গেল যে, আপনারা ব্যাগ নামান শোয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এত দীর্ঘ সফর করে আসা এ দুই মেহমান এমন ব্যবহারে ভীষণ কষ্ট পেলেন আর তারা তখনই এক্কাগাড়িতে বাটালার দিকে রওনা হলেন। হুযুর যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তৎক্ষণাৎ বাটালার দিকে রওয়ানা দিলেন। আমি এবং আরো কয়েকজন তার সাথে রওয়ানা দিলাম। কাদিয়ান থেকে আড়াই মাইল দুরে তিনি তাদের খুঁজে পেলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও ভালবাসার সাথে তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন আর তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। তাদের বললেন, আপনারা গাড়িতে উঠুন আমি হেঁটে আপনাদের সাথে আসছি। তারা লজ্জিত হয়ে গাড়িতে উঠলেন না। মেহমানখানার সামনে আসতেই হুযুর নিজ হাতে তাদের ব্যাগ নামাতে চাইলেন তবে তাঁর খাদেমরাই মেহমানদের ব্যাগ নামালেন। এরপর হুযুর তাদের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা এবং সহানুভূতির সাথে কথা বললেন আর তাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। পরদিন যখন তারা ফেরত যাচ্ছিলেন তখন পায়ে হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে আসলেন।"

এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সীরাত বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সৌভাগ্য দিন আমরা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, আর তাঁর মিশনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারি। (আমিন)